পরিমার্জিত ডিপিএড

(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০৩
শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো এবং মূল্যায়ন

তথ্যপুস্তক

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তথ্যপুস্তক

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী
প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

তথ্যপুস্তক
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

লেখক

কেয়া বালা, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

মোহা: মোমিনুল হক, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

অর্চনা সাহা, ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই, মানিকগঞ্জ

শ্যামল বড়ুয়া, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, রাঙ্গামাটি

মো: নাজমুল হুদা, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রির্সোস সেন্টার, ভাঙ্গুড়া, পাবনা

মিলিতা হালদার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ প্রধান সমন্বয়ক

মো: মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদক

মো: নাজমুল হুদা
ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
ভাঙ্গুড়া, পাবনা

উপ সম্পাদক

মো: দুলাল মিয়া
শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সমন্বয়ক

নিলুফা রহমান
সহাকারী পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন এবং পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্কস্থাপন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতার বিকাশসাধন করাই ছিল এ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য। বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে এই শিক্ষাক্রমের প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পূর্ণই এডুকেশন মোডে পরিচালিত, এই কোর্সটির ব্যাপ্তিকাল এক বছর ছয়মাস । প্রশিক্ষণটি ১১ বছর যাবৎ চলমান থাকলেও এর বাস্তবায়নগত প্রক্রিয়া এবং প্রভাবগত দিকের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। পাইলটিং পর্যায়ে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কারিকুলামের সফলতার উপর 'DPEd Effectiveness Evaluation Study, 2020' শিরোনামে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। উল্লিখিত গবেষণা রিপোর্টের আলোকে এবং বিশ্বায়নের চাহিদাপূরণ, বাস্তবচাহিদা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের লক্ষ্যে ডিপিএড শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সময়ের দাবী হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পেশাদার কর্মী ও বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে সম্প্রতি ডিপিএড শিক্ষাক্রমটি পরিমার্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে অনেকটা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন ধর্মী। এটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে যার মূল্যায়ন কাঠামো সূচকভিত্তিক। তবে ডিপিএড কোর্সটির উপর পরিচালিত গবেষণা ফলাফল এবং স্টেকহোল্ডার মতামতকে প্রধান্য দিয়ে এ শিক্ষাক্রমের নামকরণ, সময়কাল, ধরন, প্রশিক্ষণ মোড নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে জাতীয় শিক্ষাক্রমের প্রতিফলনসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ শিক্ষাক্রমটির নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিএডকে শিক্ষাক্রম বলা হলেও এটি মূলত একটি কোর্স, কিন্তু পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি মূলত প্রশিক্ষণ মোডেই পরিচালিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ডিপিএড প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় শিক্ষকদের পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন মডিউলের অধীন ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ের এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করছি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্ম ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে পারস্পরিক সহমর্মীতা এবং সহাবস্থানমূলক সমাজ ব্যবস্থার ভিত বিনির্মিত হবে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষাক্রমটি সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

ফরিদ আহম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যাতে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা অর্জনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাভিত্তিক শিখনক্ষেত্র ব্যাক্তির বৈচিত্র্যময়তার প্রতি সম্মান ও নৈতিকতা গঠনের সাথে সরাসরি জড়িত। তাই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ের শিখন শেখানো দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শনকরত: সহযোগিতা, সহমর্মীতা, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকার মাধ্যমে দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণ এর মডিউল ৪ এর অধীন ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ক শেখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রাথমিকভাবে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ম্যানুয়াল প্রণেতাগণ কর্তৃক মডিউলের পরিমার্জন ও উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত, মাঠ পরীক্ষণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকায় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন রয়েছে। অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মীতা ও একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের উপর। একইসাথে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিখানো কার্যাবলী বাস্তবায়নের কৌশল আয়ত্তকরণ ও তার বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অনুশীলনমূলক কার্যক্রমের সুযোগ রাখা হয়েছে। একেবারেই নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক সহাবস্থানের বিষয়টি। উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুখী বাংলাদেশ বিনির্মাণে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই সহায়িকাটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে সহায়িকা পরিমার্জনে সংযোজন করা হবে। মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

তথ্যপুস্তক ব্যবহার নির্দেশিকা

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে তথ্যপুস্তকে অধিবেশনভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য, কর্মপত্র, কেসস্টাডি একত্রে তথ্যপত্র আকারে সন্নিবেশন করা হয়েছে। প্রথমে অধিবেশন নম্বর, তারপর অধিবেশন শিরোনাম এবং পৃষ্ঠা নম্বর সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনের কাজ সমূহকে অংশ আকারে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। একটি অধিবেশনের অংশগুলোকে ঐ অধিবেশনের নির্ধারিত শিখনফলের উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতি, কৌশল এবং উপকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোকে নির্দেশিত করা হয়েছে, কিন্তু এটি সুনির্দিষ্ট নয়। সামর্থ্য, চাহিদা এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষক অন্যান্য কৌশল, পদ্ধতি ও উপকরণ সংযোজন করতে পারবেন। বিশেষ করে ধর্মীয় আচার চর্চা ও পারস্পরিক সহাবস্থানের বিষয়ে বৈচিত্র্যময় কৌশল শিখন শেখানো কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে।

এই তথ্যপুস্তকটি শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণেরে সময় এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় রিসোর্স বুক হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার নানামূখী পদ্ধতি ও কৌশল উল্লেখসহ বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার সময় যে সকল তথ্য প্রদর্শন করতে হবে তা সেশনের ভিতরে বক্সে আবদ্ধ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন কর্মপত্র সম্পাদানে সহায়ক তথ্য সহ যে সকল তথ্য শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে আবশ্যক তা পৃথকভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষক ও শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে আত্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেদেরেকে প্রতিনিয়ত আপডেট করার সুয়োগ রাখা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিকতা বিষযয়ের প্রশিক্ষণকে অংশগ্রহণমূলক এবং বাস্তবায়ন সহজসাধ্য করে তোলার জন্য বহুবিধ শিখন শেখানো কৌশল, কেস স্টাডি এবং পর্যাপ্ত অডিও ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ভিডিও প্রদর্শন এবং ভূমিকাভিনয়সহ হাতে কলমে অনুশীলন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ধর্মীয় অনুশাসন চর্চার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই তথ্যপুস্তকটি চারটি পর্যায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়:

- অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বেই অধ্যায়ন করবেন। কারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে নতুন ধারণা অর্জন সহজ হয়। এবং তার সাথে নিজ চিন্তন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
- তথ্যপুস্তকের শিখনফল ও শেখন শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের জানা থাকে বলে সে সকল পদ্ধতি ও কৌশল শিখনফল অর্জনে কার্যকর কিনা তা পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়।
- পূর্বে পড়া থাকলে যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে-বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজতর হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়:

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করবেন।
- অধিবেশনে সংযুক্ত কর্মপত্র অনুসারে বিভিন্ন একক বা দলগত কাজ সম্পাদন করতে তথ্যপুস্তটি ব্যবহার করতে হবে।
- তথ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত কেসস্টাডি অনুসারে ভূমিকাভিনয় করার নির্দেশনা থাকলে সেগুলো বাস্তবায়নে তথ্যপুস্তটি ব্যবহার করতে হবে।
- ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে স্থাপনসহ উপকরণের যথাযথ ব্যবহারে প্রশিক্ষককে সহায়তা করবেন।
- তথ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত কেসস্টাডি অনুসারে দলগত কাজ উপস্থাপনার নির্দেশনা থাকলে তার জন্য তথ্যপুস্তটি ব্যবহার করতে হবে।
- প্রশিক্ষণকক্ষের নিয়মাবলি প্রতিপালন করবেন এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকেও নিয়মাবলী বাস্তবায়নে ভুমিকা রাখবেন।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। প্রশিক্ষণে সহকর্মীর বক্তব্য শুনে সে সম্পর্কে ধারণা লিখে রাখলে ভিন্নভাবে চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয় পর্যায় :

- একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রাক্কালে অধিবেশন বা আলোচিত বিষয় সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন লিখে রাখবেন। এই লেখার মধ্য দিয়ে বিষয় সম্পর্কে ধারণা, নিজের অবস্থান ও অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত কোনো ভালো মতামতের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।
- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর মধ্যে কোনো নতুনত্ব এবং ভিন্নতা অনুচিন্তনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখবেন। এই বিষয়টি প্রশিক্ষণ শেষেও আপনার দৈনন্দিন শিখন শেখানো কাজে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হবে।
- অধিবেশন শেষে অধিবেশনের অর্জন ও শিখনফলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রহন ও প্রদানের জন্য তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে পারবেন।

চতুর্থ পর্যায়:

- তথ্যপুস্তকটি প্রধানত: প্রশিক্ষণ চলাকালীন রিসোর্স বুক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে বিদ্যালয় পর্যায়ে অন্যান্য শিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষণ তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সম্ভব হলে অন্যান্য শিক্ষকগণের সাথে প্রশিক্ষণের বিষয় আলোচনা করে জানার সুয়োগ করে দিতে হবে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় এই তথ্য পুস্তকটি সহায়িকা হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন।
- তথ্যপুস্তকে সংযোজিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি তার পর্যালোচনা ও পরিমার্জনভিত্তিক অন্যান্য পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

পরিশেষে আমরা আশা করতে পারি এই তথ্যপুস্তকটির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অশগ্রহণের সময় এবং পরবর্তীতে বিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অনুশাসন চর্চার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	অধিবেশন	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	-	সূচিপত্র	১
২.	-	অধিবেশনসমূহ	২
৩.	প্রথম	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় এবং শিক্ষাক্রম পরিচিতি	৩
৪.	দ্বিতীয়	পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা এবং সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুর বিস্তরণ	১১
৫.	তৃতীয়	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : বিশ্বাস ও বিধিবিধান	১৪
৬.	চতুর্থ ও পঞ্চম	প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও ফলাবর্তন (চলমান)	২২
৭.		প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও ফলাবর্তন (চলমান)	
৮.	ষষ্ঠ ও সপ্তম	ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যাক্তিবর্গের জীবনচরিত	২৬
৯		ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যাক্তিবর্গের জীবনচরিত (চলমান)	
১০.	অষ্টম	সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৩০
১১.	নবম	সকল ধর্মে জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা	৩৫
১২.	-	তথ্যপত্র	৩৭

অধিবেশন সমূহ

অধিবেশন ১:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় এবং শিক্ষাক্রম পরিচিতি

অধিবেশন ২:

পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা এবং সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুর বিস্তরণ

অধিবেশন ৩:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : বিশ্বাস ও বিধিবিধান

অধিবেশন ৪:

প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও ফলাবর্তন (চলমান)

অধিবেশন ৫:

প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও ফলাবর্তন

অধিবেশন ৬:

ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যাক্তিবর্গের জীবনচরিত

অধিবেশন ৭:

ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যাক্তিবর্গের জীবনচরিত

অধিবেশন ৮:

সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

অধিবেশন ৯:

সকল ধর্মে জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

অধিবেশন: ১	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : বিষয় এবং শিক্ষাক্রম পরিচিতি

শিখনফল:

ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়েরর মৌলিক বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার আন্ত:সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের আলোকে বিভিন্ন ধর্মের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে তুলনা করতে পারবেন;

গ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও অধ্যাত্মিক গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

অংশ ক: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়েরর মৌলিক বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার আন্ত:সম্পর্ক

- **ধর্ম (Religion) : ধর্ম** হল একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত আদর্শের দিকে পরিচালিত করে।

অন্য কথায়, ধর্ম হল একজন মানুষের নৈতিকতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে সমন্বিত একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত নীতি, আদর্শ ও আদর্শমান অনুযায়ী পরিচালিত জীবনাচরণ অনুশীলনে উৎসাহিত করে।

- **নৈতিকতা (Morality) :** সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজনকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই হল নৈতিকতা।

- আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস হল প্রধানত চারটি:
  ১) ইসলাম ধর্ম ২) হিন্দু ধর্ম ৩) খ্রিষ্টান ধর্ম ৪) বৌদ্ধ ধর্ম

তথ্যপত্র: ১.১

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য:

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

উদ্দেশ্য:

আল্লাহ তা'য়ালা / সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াা।

- **লক্ষ্য করুন:**

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য: শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

**এর মধ্যে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন এর উল্লেখ রয়েছে।।

উদ্দেশ্য-১ নম্বর :

১. আল্লাহ তা'য়ালা / সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াা।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা:

১. সর্বশক্তিমান আলাহ তায়াালা / সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।

২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।

৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

- **লক্ষ্য করুন :**

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধসমূহ বিকাশে আমাদের শিক্ষাক্রমে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু ও শেখন শেখানো কার্যাবলীর আলোকে একজন শিক্ষার্থী যে যে মূল্যবোধ গঠন করতে পারবে, তা হলো :

১) নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ অর্জন করা
২) নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের নীতি ও অনুশাসন মেনে চলা
৩) সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাশীলতা পোষণ করা
৪) সমাজের সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করা
৫) সৃষ্টির সকল জীবের প্রতি মমত্ববোধ অনুভব করা

- **পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার রূপকল্প:**

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।'

- **প্রাথমিক শিক্ষার অভিলক্ষ্য:**

শিক্ষার মাধ্যমে এ রূপকল্প অর্জনে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একটি কার্যকর পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। রূপকল্প বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপ:

১. সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র

৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি

৪. সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক, একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

৫. শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি

অংশ খ : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রমের আলোকে বিভিন্ন ধর্মের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে তুলনা

কর্মপত্র ১.১

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ এর আলোকে চারটি ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তুকে সামনে *রেখে* শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ছক

প্রান্তিক যোগ্যতা		**ধর্ম বিশ্বাস**			
বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ক্র. নং	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তু	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মূল কথা			
		ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
১.	সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা।				
২.	ধর্মীয় ব্যক্তিগণের (নবি, রাসুল, মহানবি (সা:) এর সাহাবি, ধর্মীয়				

	সাধক পন্ডিত)এর জীবনচরিত অনুসরণ করা।				
৩.	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদাচার, সহমর্মিতা, ত্যাগের মনোভাব, দেশপ্রেম, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ ইত্যাদি) অর্জন করে সঠিক পথে চলতে পারা।				
৪.	নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।				
৫.	মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।				

অংশ গঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও অধ্যাত্মিক গুণাবলী

- **ধর্মীয় অনুশাসন (Religious Instruction)** : ধর্মীয় গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত এমন কিছু নীতিমালা যেগুলো তার অনুসারীকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্দেশিত পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করে।

কর্মপত্রঃ ১.২

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর প্রতিফলন

(পাঠ্য পুস্তকের আলোকে প্রতিটি ঘরে শ্রেণি, অধ্যায়, বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে দিন)

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মগ্রন্থ			
		ইসলাম ধর্ম (আল কোরআন)	হিন্দু ধর্ম (বেদ)	খ্রিষ্টান ধর্ম (বাইবেল)	বৌদ্ধ ধর্ম (ত্রিপিটক)
১.	নৈতিক গুণাবলী				
২.	মানবিক গুণাবলী				
৩.	আধ্যাত্মিক গুণাবলী				

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের শিখনক্ষেত্রঃ

ক্রঃ নং	শিখন ক্ষেত্র	বিষয়
১	ভাষা ও যোগাযোগ	বাংলা ও ইংরেজি
২	গণিত ও যুক্তি	গণিত
৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	প্রাথমিক বিজ্ঞান
৪	ডিজিটাল প্রযুক্তি	আইসিটি
৫	সমাজ ও বিশ্ব নাগরিত্ব	সামাজিক বিজ্ঞান
৬	জীবন ও জীবিকা	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
৭	পরিবেশ ও জলবায়ু	সামাজিক বিজ্ঞান/ প্রাথমিক বিজ্ঞান
৮	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	ধর্ম ও নৈতিকতা
৯	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
১০	শিল্প ও সস্কৃতি	শিল্পকলা

লক্ষ্যনীয় ৮ নম্বর শিখনক্ষেত্রঃ

৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চচার্র মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।

তথ্যপত্রঃ ১.২

ধর্মের মৌলিক শিক্ষা: নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী

ধর্মের আভিধানিক অর্থ 'সৎকর্ম' বা 'শাস্ত্রানুযায়ী আচার'। যুক্তিবাদীর মতে, 'মনুষের কর্তব্য সম্পাদনই ধর্ম।' জ্ঞানবাদির মতে, 'মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে তার নাম ধর্ম।' অন্যকথায়, যা মানবকে ধারণ করে, তাই মানবের ধর্ম।

- **ধর্ম (Religion)** : ধর্ম হল একজন মানুষের নৈতিকতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে সমন্বিত একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত নীতি, আদর্শ ও আদর্শমান অনুযায়ী পরিচালিত জীবনাচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে।

সহজভাবে : ধর্ম হল একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত আদর্শের দিকে পরিচালিত করে।

- **মূল্যবোধ (Value) :** মূল্যবোধ হল এমন একটি বিশ্বাস বা সংস্কৃতি যা তার ভিতরকার কিছু নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাকে একটি বিশেষ আচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে।
- **ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Value) :** ধর্মীয় মূল্যবোধ হচ্ছে ধর্মীয়গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত নীতিমালা। এগুলো মানুষকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ একজন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে করণীয় নির্ধারণ ও অনুশীলন করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।।

যেমন: খ্রিস্ট ধর্মে আর্তের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। মূল্যবোধ অনেক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে আর্তের সেবায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করে। আবার বৌদ্ধ ধর্মে জীবের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়াকে মূল্যবোধ হিসেবে দেখা হয়।

- **নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Value) :** নৈতিক মূল্যবোধ হল সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজনকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

আমরা কোন একটি মূল্যবোধকে মূল্য দিলে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে সে অনুযায়ী আমরা আচরণ করি। মূল্যবোধসমূহের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ কোন ব্যক্তিকে ভুল-সঠিক, ভাল-মন্দ, ন্যায়–অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নির্ধারণে নির্দেশনা দেয়। সততাকে আমরা একটি নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে ধরতে পারি, কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে আমরা বলি যে সে অনৈতিক কাজ করেছে, অনুচিত কাজ করেছে।

- **মানবিক মূল্যবোধ (Humanitarian Value) :**

মানবিক মূল্যবোধ বলতে কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে বুঝায়, যা মানুষ ও অন্যান্য জীবের কল্যাণকর কার্যাবলী অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের মানবিক আচরণ, ব্যবহার ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে তাই মানবিক মূল্যবোধ।

আমাদের প্রচলিত ধর্ম ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সমূহের প্রত্যেকটিতে সবথেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোতে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোর আলোকে পরিবার, বিদ্যালয়, সম্প্রদায়, খেলার সাথী, সমাজ ও প্রথা থেকে একজন শিশু এ জাতীয় মূল্যবোধ লাভ করে। যাকে মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা যেতে পারে, যা অনুশীলনের জন্য সকল ধর্মেরই অনুশাসন রয়েছে। এ অনুশাসনগুলো মানবিক মূল্যবোধ গঠনেরও প্রধান মানদন্ড। এ মানবিক মূল্যবোধ লালিত করার ফলে সময়ের সাথে আদর্শিক, ধর্মীয় বা পবিত্র বিষয়গুলো জাগ্রত হয়। আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের ধারণার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একজন মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ফুটে ওঠে, যা রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও উন্নত করে।

- **আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Metaphysical Value) :** আত্মার চেয়ে অধিক কিছু বিষয়কে মূলত আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীন সাধনচিন্তা ও উচ্চতর মননশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার সন্ধান করাটাই হলো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

➢ **ইসলামে** আধ্যাত্মিক অনুশীলন মূলত: সালাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যার সময় নিজের সমস্ত জাগতিক চিন্তা ভাবনাতে বশীভূত করে কেবল আল্লাহর উপর মনোনিবেশ করা। এছাড়াও সুফিবাদদ্বারা ধীকর, মুরাকাবা ও সাফার মত আধ্যাত্মিক চর্চা স্বীকৃত রয়েছে।

২. **হিন্দুধর্মে** আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার চর্চা সাধনা নামে পরিচিত। জপ, মন্ত্র ও পূজার নীরব বা শ্রবণযোগ্য পুনরাবৃত্তি সাধারণ হিন্দু আধ্যাত্মিক অনুশীলন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মোক্ষ-জ্ঞানযোগ, ভক্তি যোগ, কর্ম যোগ ও রাজ যোগ অর্জনের জন্য গভীর আধ্যাত্মিক চর্চা স্বীকৃত। একই সাথে তান্ত্রিকচর্চা হিন্দু ধর্মে আধ্যাাত্মক মূল্যবোধের বিকাশের আরেকটি ক্ষেত্র।

৩. **বৌদ্ধধর্মে** আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাধারণ শব্দটি হল ভাবনা। পালি শব্দ 'যোগ' বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের 'আধ্যাত্মিক অনুশীলন' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্মী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে, আউগাথা হল সূত্রযুক্ত প্রার্থনা যা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি প্রণাম সহ বৌদ্ধ ভক্তির কাজ শুরু করার জন্য পাঠ করা হয়। জৈন বৌদ্ধধর্মে, ধ্যান (যাকে বলা হয় জ্যাজেন), কবিতা লেখা (বিশেষ করে হাইকু), চিত্রকলা, লিপিবিদ্যা, ফুলের আয়োজন, জাপানি চা অনুষ্ঠান এবং জেন বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ আধ্যাত্মিক অনুশীলন বলে মনে করা হয়।

৪. **খ্রিস্টধর্মে** আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হল প্রধানত: প্রার্থনা, উপবাস ও বাইবেলের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভক্তিমূলক চর্চা। এছাড়াও গির্জায় উপস্থিতি, যুকার্বাদী, যেমন সাবধানতা অবলম্বন কর প্রভুর দিন (সানডে সাব্ব্যাটারিয়ানিজম), পবিত্র ভূমিতে খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রা করা, গির্জায় পরিদর্শন ও প্রার্থনা করা, প্রি-দিয়ুতে হাঁটু গেড়ে থাকা, নিজের বাড়ির বেদীতে প্রতিদিন প্রার্থনা করা, শান্ত সময়, প্রতিফলন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নির্জনতা,

অধ্যয়ন, আত্মসমর্পন ইত্যাদি ধর্মীয় আচার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকেই বিকশিত করে।

অধিবেশন: ২	**পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা এবং সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুর বিস্তরণ**

শিখনফল :

ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার আন্ত:সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারেবেন;

খ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর সমূহের সন্নিবেশন ও বিস্তরণ দেখাতে পারবেন;

গ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সমূহের বিষয়বস্তুসমূহ ধরনভিত্তিক উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ঘ. **পদ্ধতি ও কৌশল :** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

অংশ ক: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার আন্ত:সম্পর্ক

ক) ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির প্রতিটির জন্যে কি পাঠ্য পুস্তক রয়েছে?

খ) উত্তর না হলে, এ সকল ক্ষেত্রে কীভাবে পাঠ দেওয়া হয়?

সম্ভাব্য উত্তর- ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য পাঠ্য বই রয়েছে। আর এ সকল পাঠ্য পুস্তকের শিখন শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে শিক্ষক সংস্করণ। অন্যদিকে, ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য পাঠ্য পুস্তক নেই। এই দুই শ্রেণির বিষয়বস্তুর আলোকে শিখন শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে শিক্ষক নির্দেশিকা।

বি:দ্র: বর্তমানে ১ম শ্রেণির জন্য পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

১. শিক্ষক সহায়িকা ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন

http://nctb.gov.bd/site/page/aba8bf27-e6a8-4453-9ae1-5f2de6111f20/-

২. পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন

http://nctb.portal.gov.bd/site/page/baa2c9a1-0836-46e2-98ec-4a3a501b78f2

অংশ খঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সমূহের বিষয়বস্তুর সন্নিবেশন ও বিস্তরণ

বিষয়বস্তুর ধরন পাঁচটি
২. সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস
৩. ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন
৪. ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা
৫. নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা
৬. মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

কর্মপত্র ২.১

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু থেকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বিস্তরণ

(পাঁচটি দলে র জন্য পাঁচটি বিষয়বস্তু ভাগ করে দিন)

ক্রঃ নং	শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তুর বিস্তরণ (অধ্যায় ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করুন)			মন্তব্য
		৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	
১	সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	
২	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	
৩	ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	
৪	নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	
৫	মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	ইসলাম: হিন্দু: খ্রিষ্টান: বৌদ্ধ:	

অংশ গঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুসমূহের ধরনভিত্তিক উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল

কর্মপত্রঃ ২.২

বিষয়বস্তুর ধরনভিত্তিক উপস্থাপন পদ্ধতি, উপকরণ ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ

ক্রঃ নং	বিষয়বস্তুর ধরন	উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল	সম্ভাব্য উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	কিছু নমুনা পদ্ধতি ও কৌশল
১	সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস				ক)প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, ভূমিকাভিনয়, বক্তৃতা, প্রতিযোগীতা, বিতর্ক, প্রজেক্ট, খ).জড়তামুক্তকরণ, ব্যাখ্যাকরণ, প্রশ্নকরণ, স্নোবলিং, প্লেনারি, সিমুলেশন, মাইক্রেটিচিং, মার্কেটপ্লেস, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং, জিগ'স
২	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন				
৩	ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা				
৪	নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা				
৫	মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা				

অধিবেশন: ৩	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : বিশ্বাস ও বিধিবিধান

শিখনফল :

১. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়েরর মৌলিক বিশ্বাস ও বুনিয়াদ সম্পর্কে বলতে পারেবেন;

২. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থসমূহের পরিচয় ও বিধিবিধান বর্ণনা করতে পারবেন;

৩. দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিবিধান পালনের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, ভিডিও প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

অংশ ক : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিশ্বাস ও বুনিয়াদ

সহায়ক তথ্য: (তথ্যপত্র ৩.১)

অংশ ক : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিশ্বাস ও বুনিয়াদ

➢ ইসলামের বিশ্বাস ও বুনিয়াদ : আল্লাহর প্রতি ঈমান

ইসলাম আরবি শব্দ। এর অর্থ আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'আলার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে সকল কাজকর্মে তাঁর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে। ঈমান অর্থ মনে প্রাণে আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকট আত্ম সমর্পন করা, বিনা দ্বিধায় তার আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাদের নির্দেশিত বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে আন্তরিকভাবেও এ কথা বিশ্বাস করতে হবে। পাশাপাশি জীবনের সকল কাজেও এই স্বীকৃতি অনুসরণ করতে হবে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মর্মার্থ হল আল্লাহ তা'আলা একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ। মাবুদ অর্থ উপাস্য। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনিই পালনকর্তা, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তিনিই প্রার্থনা গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা। কাজেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর স্বীকৃতির অর্থ হল, আমি স্বীকার করছি যে, এ দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ। বিশ্ব ও মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই অধীন। তিনি ছাড়া আর কেউ কোথাও সৃষ্টিকর্তা নেই। জীবন ও মৃত্যু তার হুকুমেই হয়ে থাকে। সুখ ও বিপদ তাঁরই নিকট হতে আসে। অতএব সকল আনুগত্য, প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আর 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর মর্মার্থ হল- মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল। রাসূল অর্থ প্রেরিত পুরুষ বা পয়গম্বর। হযরত মুহাম্মদ (সা:) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। কাজেই মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ এর স্বীকৃতি অর্থ হল মুহাম্মদ (সা:)কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁর আনিত বিধি-বিধান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা। অতএব জীবনে চলার পথে সর্বাবস্থায় রাসূল (সা:) আনিত বিধান অনুসরণ করা আবশ্যক।

ইসলামের ইবাদতঃ

১. **নামাজঃ** নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কাবামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর গুণকীর্তন করা হল নামাজ।

২. **রোজাঃ** সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার না করে সংযম সাধনা করা হল রোজা।

৩. **হজ্জঃ** আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফ করাকে হজ্জ বলে।

৪. **যাকাতঃ** কারো সম্পদ নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়িয়ে গেলে তা থেকে নির্ধারিত পরিমাণ গরিব ও অসহায়কে দান করা হল যাকাত।

৫. **জিকিরঃ** সরবে বা নীরবে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর নাম বলতে থাকাকে জিকির বলে।

➢ হিন্দু ধর্মের মূল কথা

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। স্বয়ং ভগবান হিন্দু ধর্মের মূল। ভগবান একাধারে সৃষ্টিকর্তা, তিনিই পালনকর্তা আবার তিনিই সংহারকর্তা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। সর্বব্যাপী তিনি বিরাজ করছেন। জগতের সকল কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশের যে বিস্ময়কর রুপ, তা ঈশ্বরেরই রুপ। এটাই ধর্ম বিশ্বাস। এই ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন, চিরস্থায়ী। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। হিন্দু ধর্ম মুনি-ঋষিদের সাধনা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত। সেহেতু সনাতন ধর্ম চিরন্তন, মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তিত সময়ের সাথে তাল রেখে এ ধর্ম ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। আমরা জানি, ভগবান ধর্মীয় বিধান দিয়েছেন জীব ও জগতের কল্যাণের জন্য। মানুষ ঈশ্বরের দেয়া ধর্মীয় বিধানগুলো মেনে চললে সঠিক সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবে। মানুষ যদি এই জীবনে সুন্দর সুশৃংখল জীবন যাপন করে তবে পরকালে অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপা লাভে সমর্থ হবে। ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের প্রকাশ ঘটান। তাই হিন্দুধর্মের মূলকথা হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করা। স্বয়ং ভগবান থেকে জীব এসেছে আবার ভগবানকে লাভ করতে পারলেই জীব মুক্তি লাভ করে। তাই মানুষ মুক্তি লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করে থাকে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাসমুদ্রের উপরে বিষ্ণু শায়িত ছিলেন। তাঁর নাভিকমলে ছিলেন ব্রহ্মা। এদিকে বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের জন্ম হলো। দৈত্যরা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা মহামায়া ও বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। মহামায়া প্রষন্ন হলে বিষ্ণুর মায়া নিদ্রা দূর হলো। তিনি মধু ও কৈটভকে বধ করলেন। ঐ দুই দৈত্যের মেদ থেকে মেদেনী অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি হলো। আকাশ, বাতাস, স্বর্গ, পাতাল, সপ্তদীপা ও বসুন্ধরা ক্রমে সবই সৃষ্টি হলো। বিশ্ব ছিল তমসাচ্ছন্ন। চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সৃষ্টি করে ঈশ্বর অন্ধকার দূর করলেন। এদিকে কশ্যপ মুনির দুই পত্নী- দিতি ও অদিতি। দিতি থেকে দৈত্যদের এবং অদিতি থেকে জন্ম হলো দেবতাদের। এখন মানুষ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য তাঁর মানসপুত্র ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ঋষিরা বংশবিস্তারে মনোযোগ না দিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন। এতে ব্রহ্মা নিজ মূর্তি থেকে প্রথম নারী ও পুরুষের সৃষ্টি করলেন। প্রথম সৃষ্ট পুরুষের নাম স্বায়ম্ভূ মনু, নারীর নাম শতরুপা। মানুষ মনুর সন্তান বলে মানব নামে পরিচিত। তাঁদের সন্তানেরা জন্মগ্রহন করল। তারপর পৃথিবীতে মানুষ এলো। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের উপাসনায়, পূজায় মুখরিত হলো পৃথিবী। স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে সার্থকতা পেলেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, ধারণাদ্ ধর্ম অর্থাৎ যা কিছু ধারণ শক্তিসম্পন্ন তাই ধর্ম। সৎ গুণের অধিকারীকে ধার্মিক বলা হয়।

হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠানগত দিক হলো উপাসনা, পূজা, যজ্ঞ, কীর্তন, তীর্থভ্রমন ইত্যাদি। এছাড়াও গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পর্কেও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বিধান রয়েছে। শাস্ত্রের বিধান আশ্রয় করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যেমন অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া, তেমনি মৃতজনের উদ্দেশ্যেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পার-লৌকিক কৃত্য প্রভৃতি সম্পাদন করার বিধান রয়েছে হিন্দু ধর্মে । শাস্ত্রের সকল বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ধর্মীয় আচার-আচরণ ও মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদন করে মানবজীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলাই হিন্দু ধর্মের মূল লক্ষ্য।

হিন্দু ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। ঈশ্বরে বিশ্বাস, বেদের অপৌরুষেয়তা, জন্মান্তর ও কর্মফল, জন্মান্তরবাদ ও দেব-দেবী হলো হিন্দুধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মে উপাসনার পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিপথে সাধনার কথা। এ ছাড়া পূজা-পার্বণ, আচার, অনুষ্ঠান, ইত্যাদিও হিন্দুধর্মের অঙ্গবিশেষ।

➢ খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি

খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিষ্ট (Jesus Christ). Christ(খ্রিষ্ট) একটি গ্রিক শব্দ এবং এর অর্থ অভিষিক্ত। খ্রিষ্ট শব্দটি যীশুর নামের সাথে যুক্ত হয়েছে কারণ তিনি পিতা অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ও অভিষিক্ত। খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের বলা হয় খ্রিষ্টান। খ্রিষ্টানগণ বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি সর্বশক্তিমান ও মহান।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন, তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর-পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। পিতা ঈশ্বর সকল মানুষ, প্রাণী, বস্তু, স্বর্গ-নরক ও পৃথিবীর স্রষ্টা। পুত্র ঈশ্বর জগতের মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের আলো ও জ্ঞান দান করেন পবিত্রতা, ন্যায় ও সত্যের পথে জীবন-যাপন করার জন্য। ঈশ্বর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা রূপে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। খ্রিষ্টানগণ বিশ্বাস করেন, মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর পুত্র রূপে যীশু খ্রিষ্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত মারীয়া বা মরিয়াম নামে এক নারীর গর্ভে পবিত্র আত্মার প্রভাবে যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই পৃথিবীতে। যীশু খ্রিষ্ট অসুস্থকে সুস্থ করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন, ক্ষুধার্তকে খাবার দিয়েছেন, পাপীর মন পরিবর্তন করেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন, শেষে মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তিন দিন পর পুনরুত্থান করেছেন। এটাই খ্রিষ্ট ধর্মের মূল কথা। যীশুর পুনরুত্থানই খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি।

খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ সঠিক কাজ করার জন্য দিক নির্দেশনা দেয় এবং সকল খ্রিষ্ট বিশ্বাসীকে নীতিবান মানুষে পরিণত করে। খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ হলো-ভালোবাসা, ক্ষমা ও সেবা।

ভালোবাসা: খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে-'ভালোবাসা'। ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং মানুষকে ভালোবাসা। যীশুর আদর্শ হলো- 'তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে'। যীশুর শিক্ষা অনুসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের মত ভালোবাসতে হবে।

ক্ষমা : যীশু তাঁর জীবন দিয়ে ক্ষমার আদর্শ দিয়ে গেছেন। ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর আগে যীশু ক্রুশবিদ্ধকারীদের ক্ষমা করেছিলেন। যীশু খ্রিষ্ট বলেছেন- "তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোবাসো, যারা তোমাদের নির্যাতন করে তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।"

সেবা: খ্রিষ্টের পথ হচ্ছে প্রেম, সেবা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের পথ। যীশুর আদর্শ হলো- অসুস্থ, দরিদ্র, অসহায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে সেবা করা। মানুষকে সেবা করার অর্থ সৃষ্টিকর্তাকে সেবা করা।

- **খ্রিষ্টিয় মতে চারটি সদগুণ হল:**
  ১. সৎ বিবেচনা : কোন কাজ ভালে নাকি মন্দ? **২. ন্যায় বোধ:** যার যা প্রাপ্য তা দিয়ে দেয়া। **৩. মনোবল :** দু:খ কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করতে পারা। **৪. মিতাচার :** ভোগ বিলাসিতার মোহ বা আকর্ষণ দমন করতে পারা।
- **খ্রিষ্টিয় মতে দশ আজ্ঞা হল:**
  দশ আজ্ঞা: ১.আমাকে ছাড়া কাউকে ঈশ্বর বলে মানবে না। ২. তোমার সদাপ্রভূ ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইও না। ৩. সপ্তাহের সপ্তম দিন বিশ্রামবার পালন করবে। ৪. পিতামাতাকে সম্মান করবে ৫. নরহত্যা করবে না ৬. ব্যাভিচার করবে না ৭. চুরি করবে না ৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না ৯. পরস্ত্রীতে লোভ করবে না ১০. পরের দ্রব্যে লোভ করবে না

ধর্মগ্রন্থ:

- পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে যীশুর জন্মের আগের কথা। পুরাতন নিয়মে পুস্তক সংখ্যা-৪৬টি। এগুলো আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

১. পঞ্চ পুস্তক: পুস্তকের সংখ্যা-৫টি
২.ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ: পুস্তকের সংখ্যা-১৬টি
৩.জ্ঞানধর্মী গ্রন্থাবলী: পুস্তকের সংখ্যা-৭টি
৪.প্রাবন্ধিক গ্রন্থাবলী: পুস্তকের সংখ্যা-১৮টি

- নতুন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা: ২৭ টি। এগুলো আবার ৫ ভাগে বিভক্ত।

এই গ্রন্থগুলোর ভাগ ও নামের তালিকা নিম্নরূপ:

ক. মঙ্গল সমাচার: পুস্তকের সংখ্যা- ৪টি: ১)মথি, ২)মার্ক, ৩)লুক ৪)যোহন
খ. খ্রিষ্টমন্ডলীর ইতিহাস: পুস্তকের সংখ্যা-১টি: শিষ্যচরিত বা প্রেরিতদের কার্যাবলী
গ. সাধু পলের নামে পরিচিত পত্রসমূহ: পুস্তকের সংখ্যা- ১৪টি: ১)রোমীয়, ২)করিন্থিয় ১ , ৩)করিন্থিয় ২, ৪)গালাতীয়, ৫)এফেসীয়, ৬)ফিলিপ্পিয়, ৭)কলসিয়, ৮)থেসালোনিকীয়, ৯)তিমথী ১, ১০)তিমথী ২, ১১) তীত, ১২)ফিলেমন, ১৪)হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্র
ঘ.সাতটি কাথলিক ধর্মপত্র: ১)যাকোব, ২)পিতর ১, ৩)পিতর ২, ৪)যোহন ১, ৫)যোহন ২, ৬)যোহন ৩, ৭)যিহুদার ধর্মপত্র
ঙ. প্রাবক্তিক গ্রন্থ: সংখ্যা ১টি- প্রত্যাদেশ গ্রন্থ (প্রকাশিত বাক্য)।

➢ বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস ও নির্বাণ লাভ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ সালে। তিনি শৈশবকাল থেকে চিন্তাশীল ছিলেন। নির্জনে বসে চিন্তা করতেন। নগর ভ্রমণে একজন বৃদ্ধ, একটি রোগী, একটি মৃতদেহ ও একজন সন্ন্যাসী এই চার নিমিত্ত বা বিষয় দর্শন করে তাঁর মনে বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হলো। ২৯ বছর বয়সে তিনি

গৃহত্যাগ করেছিলেন। ৬ বছর কঠোর সাধনা করে ৩৬ বছর বয়সে তিনি বোধি (জ্ঞান) প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধ হন। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ সালে ৮০ বছর বয়সে তিনি মহানির্বাণ প্রাপ্ত হন। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মই বৌদ্ধ ধর্ম হিসেবে পরিচিত।

চার আর্যসত্য বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। চার আর্যসত্য ভগবান বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তথ্যের দিক থেকে কিংবা দুঃখ মুক্তি লাভের অনুশীলনের দিকে বিবেচনা করা হলে এ চার (৪) আর্যসত্য হলো বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের সারকথা।

১.দুঃখঃ মানব জীবন নানা দু:খে পরিপূর্ণ। **২.দুঃখ সমুদয় (হেতু) :** অবিদ্যা তৃষ্ণার কারণ। **৩.দুঃখ নিরোধ (বিনাশ) :** তৃষ্ণা রোধ হলে পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হবে। **৪. দুঃখ নিরোধগামী পথ :** আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা দু:খ নিরুদ্ধ হয়।

গৃহী-পঞ্চশীলঃ ১. প্রাণি হত্যা থেকে বিরত থাকব ২.অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব ৩.অব্রম্মচর্য থেকে বিরত থাকব ৪.মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব ৫.সুরা-মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব ।

শ্রামন্য-দশ শীলঃ ১. প্রাণি হত্যা থেকে বিরত থাকব ২.অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব ৩.অব্রম্মচর্য থেকে বিরত থাকব ৪.মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব ৫.সুরা-মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব । ৬. বিকাল-ভোজন থেকে বিরত থাকব ৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব প্রভৃতি প্রমত্তচিত্তে দর্শন থেকে বিরত থাকব। ৮.মাল্যধারণ, সুগন্ধি দ্রব্য লেপন, প্রসাধন দ্রব্য, অলঙ্কার ব্যবহার থেকে বিরত থাকব ৯. উচ্চাসন ও মহাশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব ১০. সোনা-রূপা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব।

অংশ খ: বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থসমূহের পরিচয় ও বিধিবিধান বর্ণনা

কর্মপত্র ৩.১ প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান ধর্মগ্রন্থের পরিচয় ও বিধিবিধান

ক্রঃ নং	ধর্ম বিশ্বাস	প্রধান ধর্মগ্রন্থ	মৌলিক নির্দেশনা ও অনুসরণের মাধ্যম	প্রধান অনুশাসন	প্রধান প্রধান ধর্মীয় পর্ব	ধর্মীয় আচারের প্রতিষ্ঠান
১.	ইসলাম					
২.	হিন্দু					
৩.	খ্রিষ্টান					
৪.	বৌদ্ধ					

সহায়ক তথ্য: (কর্মপত্র ৩.১ এর সম্ভাব্য সমাধান)

প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান ধর্মগ্রন্থের পরিচয় ও বিধিবিধান

(বি.দ্র. এই বিবরণ একটি নমুনা, এর সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের আরো পর্যবেক্ষণ যোগ হতে পারে)

ক্রঃ নং	ধর্ম বিশ্বাস	প্রধান ধর্মগ্রন্থ	মৌলিক নির্দেশণা ও অনুসরনের মাধ্যম	প্রধান অনুশাসন	প্রধান প্রধান ধর্মীয় পর্ব	ধর্মীয় আচারের প্রতিষ্ঠান
১.	ইসলাম	আল-কোরআন	ইবাদত: জিকির, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত,	সালাত দৈনিক পাঁচ বার- ১)ফজর, ২) জোহর, ৩)আছর, ৪)মাগরিব, ৫)এশা	১.ইদুল আজহা ২.ইদুল ফিতর ৩.শবে মেরাজ ৪.শবে কদর	মসজিদ, বাড়িতে প্রার্থনা কক্ষে
২.	হিন্দু	বেদসংহিতা	আরাধনা: ধ্যান, জপ, কীর্তন,	নিত্যকর্ম দৈনিক ছয় বার যথা: ১)	১. দুর্গা পূজা, ২.দিপাবলী, ৩.	মন্দির, বাড়িতে পুজার ঘরে

			পূজা, স্তব-স্তুতি, পুজা	প্রাত:কৃত্য ২)পূর্বাহ্নকৃত্য ৩)মধ্যাহ্নকৃত্য ৪)অপরাহ্নকৃত্য ৫)সায়াহ্নকৃত্য ৬)রাত্রিকৃত্য	লক্ষী পূজা ৪.শিব পূজা, ৫.চড়ক পূজা	
৩.	খ্রিষ্টান	বাইবেল	প্রার্থনা, উপাসনা	সপ্তাহের প্রতি সপ্তম দিবসে গীর্জায় গমন ও প্রার্থনা করা।	১) বড়দিন ২)ইস্টার ৩) গুড ফ্রাইডে	গীর্জা
৪.	বৌদ্ধ	ত্রিপিটক	পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশশীল, বর্ষাবাস	প্রতিদিন পালনীয় পঞ্চশীল।	১. বুদ্ধ পূর্নিমা বা বৈশাখী পূর্নিমা ২.প্রবারণা পূর্নিমা ৩. মাঘী পূর্নিমা	প্যাগোডা

- হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্পর্কিত একটি ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া হল: বেদ এর পরিচয় ও বিধিবিধান

https://www.youtube.com/watch?v=frRF8L0vwSo

অংশ গ: দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের গুরুত্ব

প্রশ্ন - এসব অনুশাসন মেনে চললে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পার-লৌকিক কী উপকার সাধিত হবে? এক্ষেত্রে কর্মপত্র ৩.২ অনুসরণ করুন এবং তথ্যপত্র: ১.২ (ধর্মের মৌলিক শিক্ষা: নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী) এর সহযোগিতা নিতে পারেন।।

কর্মপত্র: ৩.২

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার উপকারীতা

বিবেচ্য দিক	ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার উপকারীতা
ব্যক্তিগত	১. ২.
পারিবারিক	১. ২.
সামাজিক	১. ২.

আধ্যাত্মিক	১. ২..

তথ্যপত্র: অধিবেশন ১ এর তথ্যপত্র ১.২ অনুসরন করুন।

অধিবেশন: ৪ ও ৫	**প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও ফলাবর্তন**

শিখনফল:

ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন করবেন;

ঘ. পাঠ পর্যবেক্ষন ও উন্নয়ন চেকলিস্ট ব্যবহার করে পাঠোন্নয়নের জন্য ফলাবর্তন প্রদান করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, ভিডিও প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, ভুমিকাভিনয়, পাঠ প্রদর্শন, পাঠ পর্যালোচনা, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

অংশ ক : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ

- নদিতে চলমান নৌকার একটি ভিডিও উপস্থাপন করবেন (ভিডিও লিঙ্ক)। https://www.youtube.com/watch?v=v55eWMki3rI
- এই নৌকায় যদি হাল না থাকে তাহলে নৌকাটির কী ঘটতে পারে? (ভিডিও লিঙ্ক) https://www.youtube.com/watch?v=kIIUJ9PtRHg (ভিডিওটির প্রয়োজনীয় অংশটুকু দেখাবেন)।
- প্রতিটি দলকে তাদের ধর্মের ইবাদত/প্রার্থনা/ উপাসনা বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করতে দিবেন।

দল ও বিষয়বস্তুর ছক:

১.	দলের নাম	নির্বাচিত পাঠ	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো কৌশল	মন্তব্য
২.	ইসলাম	৩য় শ্রেণি, পাঠ ৩, পৃষ্ঠা ৫৬, (শিক্ষক সংস্করণ)	ওযু করার নিয়ম	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	
৩.	হিন্দু	৫ম শ্রেণি, পাঠ ১, পৃষ্ঠা ১৬, (শিক্ষক সংস্করণ)	পূজা ও দান	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	
৪.	খ্রিষ্টান	১ম শ্রেণি, ৪র্থ অধ্যায়, পাঠ-১,	খ্রিষ্টধর্মের	প্রদর্শন, আলোচনা	

		পৃষ্ঠা ৩৪, (শিক্ষক সহায়িকা)	বিভিন্ন উৎসব,		
৫.	বৌদ্ধ	১ম শ্রেণি, ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১, (শিক্ষক সহায়িকা)	নিত্যকর্ম বন্দনা	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	

বি. দ্র. পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণের ক্ষেত্রে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করবেন।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ

কর্মপত্র: ৪.১ (পাঠ পরিকল্পনা পর্যালোচনা)

বিষয়বস্তু	পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ	পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ	উপস্থাপন কৌশলসমূহ
ইবাদত/উপাসনা/প্রার্থনা/নিত্যকর্ম			

অংশ খ : শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন

সহায়ক তথ্য: ৪

অংশ ক : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ

৪.১) : ভিডিও লিঙ্ক। ৪.২) (ভিডিও লিঙ্ক)

অংশ খ : শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন

তথ্যপত্র ৪.৩

পাঠ পরিকল্পনা ছক

একটি নমুনা পাঠ

শিক্ষক সহায়িকার ৬০ পৃষ্ঠা অনুসরণ করতে পারেন

পাঠ-১ শ্রেণি ১ম বিষয়: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রদ্ধা ও সম্মান

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৩.১.৪ শ্রদ্ধা ও সম্মান সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বলতে পারবে।

৩.১.৫ পিতা-মাতা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ

চিত্র/ভিডিও, পুশপিন বোর্ড, চকবোর্ড, চক, ডাস্টার।

বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণি, শিক্ষক সহায়িকা ৬০ পৃষ্ঠা এর বিষয়বস্তু

শেখন শেখানো কার্যাবলি

একক কাজ/জোড়ায় কাজ:

দলগত কাজ:

ফিডব্যাক:

উপস্থাপন ও আলোচনা:

সার সংক্ষেপ:

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন নির্দেশক - ২

মুল্যয়ন ক্ষেত্র	নির্দেশক
জ্ঞান	
দক্ষতা	
মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	

অংশ গ: ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠোন্নয়ন

সহায়ক তথ্য ৪.৪

পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

শ্রেণি :		বিষয় :			
পাঠের শিরোনাম :		শিক্ষকের নাম :			
ক্রঃ নং	মূল্যায়ন সূচক	হ্যাঁ	না	মোটামুটি	পর্যালোচনামূলক

					মতামত
১.	পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠ উপস্থাপন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা?				১.পাঠের সবল দিকসমূহ:
২.	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কি না?				
৩.	শুভেচ্ছা বিনিময় ও পাঠ শিরোনাম ঘোষণা হয়েছিল কিনা?				
৪.	যোগ্যতা ও শিখনফল অনুসারে বিষয়বস্তু সঠিক ছিল কিনা?				
৫.	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেছেন কী?				
৬.	বিষয়বস্তু অনুসারে উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক ছিল কিনা?				
৭.	শিক্ষকের পাঠের প্রস্তুতি যথাযথ ছিল কি না?				
৮.	উপস্থাপন শেষে পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছিল কি না?				
৯.	শিখনফল অর্জনে পরিকল্পিত কাজ সমূহ যথার্থ ছিল কি না?				২.পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ:
১০.	যথাযথ উপকরণ নির্ধারণ ও তার ব্যবহার যথার্থ ছিল কি না?				
১১.	একক/জোড়ায়/দলগত কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?				
১২.	পাঠ উপস্থাপনে কোন প্রক্রিয়া ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে?				
১৩.	শিক্ষকের নিকট শিক্ষাক্রম এবং বিষয়বস্তু ধারণা স্পষ্ট ছিল কী ?				
১৪.	শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও অনুশীলনের জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন কী?				
১৫.	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন কৌশল প্রয়োগ হয়েছিল কি না?				
১৬.	শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কি না?				
১৭.	মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন ছিল?				
১৮.	শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কী?				

অধিবেশনঃ ৬ ও ৭	ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যাক্তিবর্গের জীবনচরিত

শিখনফল :

ক. নিজ নিজ ধর্মের ধর্ম প্রবর্তক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবেন;

খ. নিজ নিজ ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপস্থাপন করতে পারবেন;

গ. দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের জীবনালেখ্য অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভিডিও প্রদর্শন, ভূমিকা অভিনয়, কেস স্টাডি, আলোচনা, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

অংশ ক : নিজ নিজ ধর্মের ধর্ম প্রবর্তক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের জীবনাদর্শ

এখানে সন্নিবেশিত লিঙ্ক থেকে ভিডিও দেখিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করে তুলতে পারেন (তথ্যপত্র ৬.১)।

- ভিডিও লিঙ্ক: হজরত ওমর এর মহানুভবতা
- https://www.youtube.com/watch?v=mPXZRdtNlZw
- ভিডিও লিঙ্ক: হজরত ওমরের জেরুজালেম যাত্রা
- https://www.youtube.com/watch?v=0hqi4Kw0d3E
- ভিডিও লিঙ্ক: গৌতম বুদ্ধের জীবনী লিঙ্ক
- https://www.youtube.com/watch?v=v7ChvrRrSN0
- ভিডিও লিঙ্ক: যীশু খ্রিষ্টের জীবন ও শিক্ষা
- https://www.youtube.com/watch?v=Y_tn7Rjpi90
- ভিডিও লিঙ্ক: মহাসাধক ঋষি বেদব্যাস
- https://www.youtube.com/watch?v=ux4egPSzXCA&t=14s

নিজ নিজ্য ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই জনের নাম এবং সাধারণ পরিচয় ও অনুসরণীয় গুণাবলী পোস্টার পেপারে (কর্মপত্র: ৬.১ অনুসারে) লিখবে

কর্মপত্র: ৬.১ ছক

উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ববর্গের নাম এবং সাধারণ পরিচয়

ক্র: নং	ধর্ম	অনুসরনীয় ব্যক্তির নাম	তাঁদের সাধারণ পরিচয়	উল্লেখযোগ্য জীবনাদর্শ
১	ইসলাম	১. ২.		
২	হিন্দু	১. ২.		
৩	খ্রিষ্টান	১. ২.		
৪	বৌদ্ধ	১. ২.		

অংশ খ: নিজ নিজ ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রেণিপাঠ আকারে উপস্থাপন

পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

শ্রেণি :		বিষয় :			
পাঠের শিরোনাম :		শিক্ষকের নাম :			
ক্রঃ নং	মূল্যায়ন সূচক	হ্যাঁ	না	মোটামুটি	পর্যালোচনামূলক মতামত
১.	পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠ উপস্থাপন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা?				১.পাঠের সবল দিকসমূহ:
২.	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কি না?				
৩.	শুভেচ্ছা বিনিময় ও পাঠ শিরোনাম ঘোষণা হয়েছিল কিনা?				
৪.	যোগ্যতা ও শিখনফল অনুসারে বিষয়বস্তু সঠিক ছিল কিনা?				
৫.	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেছেন কী?				
৬.	বিষয়বস্তু অনুসারে উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক ছিল কিনা?				
৭.	শিক্ষকের পাঠের প্রস্তুতি যথাযথ ছিল কি না?				
৮.	উপস্থাপন শেষে পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছিল কি না?				
৯.	শিখনফল অর্জনে পরিকল্পিত কাজ সমূহ যথার্থ ছিল কি না?				২.পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ :
১০.	যথাযথ উপকরণ নির্ধারণ ও তার ব্যবহার যথার্থ ছিল কি না?				
১১.	একক/জোড়ায়/দলগত কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?				
১২.	পাঠ উপস্থাপনে কোন প্রক্রিয়া ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে?				
১৩.	শিক্ষকের নিকট শিক্ষাক্রম এবং বিষয়বস্তু ধারণা স্পষ্ট ছিল কী ?				
১৪.	শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও অনুশীলনের জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন কী?				
১৫.	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন কৌশল প্রয়োগ হয়েছিল কি না?				
১৬.	শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কি না?				
১৭.	মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন ছিল?				
১৮.	শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কী?				

অংশ গঃ দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের জীবনালেখ্য অনুসরণের গুরুত্ব

মহামানবগণের জীবনী অনুসরণ নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক সুন্দর জীবন গঠনে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের জীবনী মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। ব্যাক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্যে এবং আমাদের কে সুপথে পরিচালিত করতে তা একজন সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

তথ্যপত্র ৬.২

দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের জীবনালেখ্য অনুসরণের গুরুত্ব

একটি উদাহরণঃ বৌদ্ধ ধর্ম-গৌতম বুদ্ধ

গৌতম বুদ্ধ প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহী নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও রানী মহামায়ার পুত্র। রানী মহামায়ার পিতৃগৃহে যাওয়ার সময় লুম্বিনী কাননে বৈশাখি পূর্ণিমা রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ও রাণীর কোনো সন্তান ছিল না। ফলে পুত্রের জন্মে তাঁরা খুব আনন্দিত হন এবং তাঁদের বহুদিনের ইচ্ছাপূরণ বা সিদ্ধ হয়। সেজন্যই পুত্রের নাম রাখেন সিদ্ধার্থ। পুত্রের জন্মের সাতদিনের মাথায় মা মায়াদেবী মৃত্যুবরণ করেন। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী আদর-স্নেহে তাঁকে লালন-পালন করেন। এজন্য তাঁকে সিদ্ধার্থ গৌতম নামে ডাকা হয়। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি পরম যত্নে রাজপ্রাসাদে বড়ো হতে থাকেন। তিনি ছিলেন খুব মেধাবী। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সকল বিদ্যায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। উপযুক্ত বয়সে যশোধরা গোপার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। যথা সময়ে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সন্তানের নাম রাখা হয় রাহুল। সিদ্ধার্থ সকল প্রাণীর দু:খমুক্তি ও মঙ্গলের জন্য সন্যাস জীবন গ্রহণ করেন এবং কঠোর সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতে "বুদ্ধ" নামে খ্যাত হয়।

ছোটোকাল থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। তিনি সবসময় সকল প্রাণীর সুখের ও কল্যাণের কথা ভাবতেন । কীভাবে তাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করতেন। তিনি উনত্রিশ বছর বয়সে মানুষের দুঃখমুক্তির পথ খোঁজার জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ গৌতম ছয় বছর বিভিন্ন জায়গায় কঠোর সাধনা করেন। অবশেষে বুদ্ধ গয়ায় বোধিবৃক্ষ মূলে তিনি লাভ করেন "বুদ্ধত্ব"। আবিষ্কার করেন দু:খ মুক্তির পথ। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করেন। এরপর তিনি সকল প্রাণীর কল্যাণ ও দুঃখ মুক্তির জন্য ধর্ম প্রচার শুরু করেন। সারনাথে পাঁচজন শিষ্যের নিকট তিনি প্রথম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। সেই পাঁচজন শিষ্য 'পঞ্চবর্গীয় শিষ্য' নামে পরিচিত। বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম 'বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। তাঁকে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। যাঁরা বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করেন তাঁরা 'বৌদ্ধ নামে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করলে দু:খ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। অনেক মানুষ বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করেছেন। বুদ্ধ অনেক অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। অতঃপর, আশি বছর বয়সে কুশিনগরে মহাপরিনির্বাণ (মৃত্যবরণ) লাভ করেন।

অধিবেশনঃ ৮	সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

শিখনফল :

ক. নিজ নিজ ধর্মের ধমীর্য় আদর্শ অনুসারে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন করতে পারবেন;

খ. সমাজে সকলে মিলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন;

গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়গুলি উপস্থাপন কৌশল দেখাতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : ভিডিও প্রদর্শন, কেস স্টাডি, প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

অংশ ক : নিজ নিজ ধর্মের ধমীর্য় আদর্শ অনুসারে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

সহাবস্থান : জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা, পদবী ইত্যাদি নির্বিশেষে কোন সমাজের সকলে নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি ও সামাজিক বিশ্বাস অনুসরণ করা এবং অন্যকে তার ধর্মীয় রীতি ও সামাজিক বিশ্বাস নির্বিঘ্নে অনুসরণ করার স্বাভাবিক ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়াকে সহাবস্থান বলে।

ভূমিকাভিনয় বা ভিডিও

সহাবস্থানের ভিডিও (প্রাইমারি স্কুল প্রোগ্রাম) লিঙ্ক১:

https://www.youtube.com/watch?v=0bLsWHdvHoI

সহাবস্থান ২: https://www.youtube.com/watch?v=prYjrWpWkCw

সহাবস্থান ৩: https://www.youtube.com/watch?v=prYjrWpWkCw

(বি. দ্র. এই লিঙ্ক ভারতের একটি প্রাইমারি স্কুল প্রোগ্রামের, সম্ভব হলে আপনারা বাংলাদেশের কোন ভিডিও দেখাবেন।)

সহায়ক তথ্য: ৮.১

সহাবস্থানের ভিডিও লিঙ্ক ১: https://www.youtube.com/watch?v=0bLsWHdvHoI

কেস স্টাডি

একজন লোক খুব ভোরে বাইরে যাওয়ার সময় চার রাস্তার মোড়ে একটি অপরিচিত লোককে মাথা নিচু করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। লোকটির কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলো কিন্তু কোন উত্তর পেল না। তখন লোকটি তাকে পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। মাথায় একটা টুপি পরিয়ে দিল। তারপর নামাজরত ভঙ্গিতে বসিয়ে দিয়ে নিজেও তার সাথে নামাজ আদায় করল। অত:পর তাকে সালাম দিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর আর একজন লোক এসে নামাজের ভঙ্গিতে বসে থাকা লোকটিকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ভেবে চিন্তে তাকে কুশবিদ্ধ যিশু খ্রিষ্টের ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর বুকে ক্রুশ এঁকে চলে গেল।

এরপর জপ মালা হাতে একজন ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেল। রাস্তার মোড়ে এমন একজন কে দেখে সে চিন্তা করতে লাগল । তারপর তাকে মন্দিরে অষ্টাঙ্গে প্রণামের ভঙ্গিতে বসিয়ে দিল। এবং নিজে ও সেই ভঙ্গিতে প্রণাম করে চলে গেল।

অত:পর গেরুয়া বসনের চুল কামানো এক লোক এসে প্রণামরত অবস্থা থেকে উঠিয়ে গৌতম বুদ্ধের মত করে পদ্মাসনে বসিয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রেখে দিয়ে চলে গেল।

তারপর কিছুক্ষণ পর সূর্য উঠল এবং সকলে ফিরে এল। লোকটিকে তারা যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবে নিজের মত করে ফিরে না পেয়ে নিজেদের মধ্যে গোলযোগ বাঁধিরয় দিল।

এমতাবস্থায় একজন সাধারণ মানুষ সকলকে একত্রে ডেকে প্রত্যেকের থেকে এক খন্ড পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে একটি বাক্সে রাখেলেন, অতঃপর জাতীয় সঙ্গিতের তালে তালে সেখান থেকে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বের করে এনে ধর্মরূপী মানুষটির গায়ে জড়িয়ে দিলেন। এবং সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, **ধর্ম যার যার উৎসব সবার**। সমাজের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ধর্মীয় রীতি বা বিশ্বাস থাকতেই পারে, কিন্তু আমাদের সমাজের সকল ধর্মের মানুষ মিলে আমরা সবাই বাংলাদেশী - আমরা সাবাই মানুষ। আমারা অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মীতা বজায় রাখব। সমাজে আমরা সকল ধর্ম নির্বিশেষে একত্রে মিলে মিশে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রেখে সহাবস্থান করব। এটাই হোক আমাদের **সহাবস্থানমূলক শিক্ষা**।

অংশ খ : সকল ধর্মে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব

প্রশ্ন করুন- 'চারটি প্রধান ধর্মবিশ্বাসের নির্দেশনার মধ্যে সামাজিক আচারের ক্ষেত্রে কোন মিল আছে কী?'

রিসোর্স বুক হিসাবে ধারণা লাভের জন্য পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ধর্ম গ্রন্থ সমূহ দেখতে দিতে পারেন।

1. http://nctb.portal.gov.bd/site/page/221b05b6-76d6-4e79-9749-49a21823b1d8

কর্মপত্রঃ ৮.১

সহাবস্থানমূলক নিদর্শন বা নির্দেশনা

ক্র: নং	চারটি ধর্মের নাম	সহাবস্থানমূলক দুইটি নিদর্শন বা নির্দেশনা
১.	ইসলাম ধর্ম	১. ২.
২.	হিন্দু ধর্ম	১. ২.
৩.	খ্রিষ্ট ধর্ম	১. ২.
৪.	বৌদ্ধ ধর্ম	১. ২.

সহায়ক তথ্য

সকল ধর্মে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব

তথ্যপত্রঃ ৮.২

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানঃ

পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। ধর্ম হল একজন মানুষের নৈতিকতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে সমন্বিত একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত নীতি, আদর্শ ও আদর্শমান অনুযায়ী পরিচালিত জীবনাচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই ধর্ম সবসময় মানুষকে সুপথে পরিচালনা করে। সকল ধর্মই মানুষ ও জীবের কল্যাণের কথাই ভাবে। সকল ধর্মই মানবতার ধর্ম।

সকল ধর্মেই সবাইকে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করতে বলা হয়েছে। এবার তাহলে আসুন দেখি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে সে ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মে কী কী বলা হয়েছে।

ইসলাম ধর্মঃ অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার বা ভালো আচরণ করা হলো আরবি ভাষায় আখলাকে হামিদাহ, অর্থাৎ প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারও সাথে বে-ইনসাফ কিংবা অন্যায় আচরণের নির্দেশনা দেয় না। ইসলামে অমুসলিমদের জন্য ধর্ম পালন, বিপদ-আপদে সাহায্য প্রদান, সৌজন্যমূলক হাদিয়া প্রেরণ, ন্যায়বিচারসহ সবধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মানুষ হিসেবে মানুষকে সম্মান করা ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে; তা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক না কেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) এর সময়ে যখন ভিন্ন ধর্মের কোনো লোক অসুস্থ বা বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যেত, তখন তিনি তার বার্ষিক কর মওকুফ করে দিতেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তার পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলল, ইহুদি। জিজ্ঞেস করলেন, কি দরকার? বৃদ্ধ বললেন, কর মওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্ব প্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এবং পরে তার কর মওকুফ করে দিলেন।

হিন্দুধর্মঃ হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ, অপরের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে সহাবস্থানের বিষয়ে চমৎকার কিছু বাণী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মতে, বিভিন্ন ধর্মের সাধনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারই নামান্তর। তিনি বলেছিলেন সকল ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথে হাঁটলে ও সকল ধর্মই স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায়। তাঁর বিখ্যাত বাণী হলো, **''সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ''**, অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ ভিন্ন হলে ও তাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক ও অভিন্ন। **স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩** সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো'য় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বলেছিলেন, "আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি ধর্মের যা বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা শিখিয়েছে। আমরা কেবল সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাস করি না, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিই।" **রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী সারদা দেবী ও** সহাবস্থানের তাৎপর্য মনে করিয়ে দিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তার বলা শেষ বাণী ছিল, "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"

বৌদ্ধধর্ম ঃ একটি সর্বজনীন মানবতার ধর্ম। সর্বজনীনতা মানে সম-অধিকার ও সমমর্যাদা। বুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল বহু জনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য ধর্ম প্রচার করা। মানবতা এবং মানবিক গুণাবলির বহি:প্রকাশই বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। বৌদ্ধমতে বিনয়, দয়া, সত্য, প্রেম, ভালোবাসা এগুলো মানবিক গুণ।

প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের করণীয় মৈত্রী সূত্রে বলেছেন :

অর্থাৎ ''মা নিজের জীবন দিয়ে যেভাবে একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রদর্শন করবে"।

খ্রিষ্ট ধর্মঃ "এর পরে রাজা তার ডান দিকের লোকদের বলবেন, তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ

পেয়েছ । এসো জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। কেননা যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন আমায় জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় দিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি বন্দি হয়ে ছিলাম তখন আমায় দেখতে গিয়েছিলে।" মথি ২৫: ৩১-৪৬।

অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ কে সকল অবস্থায় যেমন, আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, অসুস্থ, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্তকে সেবা ও ভালবাসা দেওয়া এবং তাদের মঙ্গল কামনা করা খ্রিষ্ট ধর্মের মৌলিক নির্দেশনা, যা খ্রষ্টিয় গুণাবলি হিসাবে বিবেচিত।

তাই আমাদের উচিত সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালবাসা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা। এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে সহাবস্থান করা।

অংশ গ : পাঠ্যপুস্তকের আলোকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়গুলি উপস্থাপন কৌশল

কর্মপত্র: ৮.২ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্র

ধর্ম	শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্র	পাঠ্যপুস্তকে তার প্রতিফলন	সমাজে তার প্রতিফলন
ইসলাম ধর্ম			
হিন্দু ধর্ম			
খ্রিষ্ট ধর্ম			
বৌদ্ধ ধর্ম			

অধিবেশন: ৯	সকল ধর্মে জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

শিখনফল :

ক. জীবজগতে স্রষ্টার সকল সৃষ্টজীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবেন;

খ. নিজ ধর্মের তীর্থ স্থান বা পবিত্র ভুমি সম্পর্কে জেনে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবেন;

গ. প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্ন ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

অংশ ক : জীবজগতে স্রষ্টার সকল সৃষ্টজীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন

উদাহরণ: মায়ের ভালবাসা মহানবির শিক্ষা ভিডিও লিঙ্ক। গল্পটি পড়তেও দেওয়া যেতে পারে।

https://www.youtube.com/watch?v=tt4qjkg1Wvw

অংশ খ : নিজ ধর্মের তীর্থস্থান বা পবিত্র ভুমি সম্পর্কে জেনে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন

তীর্থস্থান: প্রতিটি ধর্মচর্চা ও বিশ্বাসের সাথে এক বা একাধিক স্থান জড়িত রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ঐ স্থানসমূহ পবিত্র ভুমির মর্যাদা পেয়েছে। এ সকল ভুমি বা স্থানকে নিজ নিজ ধর্মের তীর্থস্থান বলা হয়।

কর্মপত্র: ৯.১

নিজ ধর্মের তীর্থ স্থান বা পবিত্র ভুমি সম্পর্কে জেনে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন

পবিত্র ভূমি বা তীর্থস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন

ক্র: নং	স্থানের নাম	উৎপত্তিকাল	প্রবর্তকের নাম	ধর্মীয় রীতি	ধর্মীয় তাৎপর্য
১.ইসলাম ধর্ম					
২. হিন্দু ধর্ম					
১. খ্রিষ্ট ধর্ম					
২. বৌদ্ধ ধর্ম					

অংশ গ : প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্ন ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

ইসলাম ধর্ম মতে **'পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ'**।

তথ্যপত্র: ইউটিউব থেকে পরিচ্ছন্নতার উপর একটি ভিডিও প্রদর্শন।

(ভিডিও দেখতে এই লিঙ্কে [ctrl+click] ক্লিক করুন)।

https://www.youtube.com/watch?v=i5hPVoWaJ7c

তথ্যসূত্রঃ

১) পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক, এনসিটিবি, ঢাকা।

২) ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা, নেপ ২০১৫ ও ২০২০।

৩) শিক্ষক সংস্করণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৪) শিক্ষক নির্দেশিকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৫) শিক্ষক সহায়িকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৬) শিক্ষাক্রম ২০১১ ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৭) বিভিন্ন ভিডিও লিঙ্ক, ইউটিউব।

৮) শিক্ষক সহায়িকা, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি, পরীক্ষামূলক সংস্করণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

----------সমাপ্ত----------